আমার কিছু যায় আসে না

তসলিমা নাসরিন

BANGLADARSHAN.COM

চরিত্র

তুমি মেয়ে,
তুমি খুব ভাল করে মনে রেখো
তুমি যখন ঘরের চৌকাঠ ডিঙোবে
লোকে তোমাকে আড়চোখে দেখবে।
তুমি যখন গলি ধরে হাঁটতে থাকবে
লোকে তোমার পিছু নেবে, শিস দেবে।
তুমি যখন গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠবে
লোকে তোমাকে চরিত্রহীন বলে গাল দেবে।

যদি তুমি অপদার্থ হও
তুমি পিছু ফিরবে
আর তা না হলে
যেভাবে যাচ্ছ, যাবে।

BANGLADARSHAN.COM

দৌড়, দৌড়

তোমার পেছনে একপাল কুকুর লেগেছে
জেনে রেখো, কুকুরের শরীরে র‍্যাবিস।

তোমার পেছনে একপাল পুরুষ লেগেছে
জেনে রেখো, সিফিলিস।

BANGLADARSHAN.COM

খেলা

ঈশ্বরকে মানুষ খেলায়, না মানুষকে ঈশ্বর,
এই দুটি প্রশ্নের পুকুরে কেউ ডোবে, কেউ ভাসে
সাঁতার জানলে ভাল কেউ কেউ অর্ধেক জীবন দেয় জলে।

জল শুধু ঘোলা হয়, পূর্ণিমায় যদিওবা তাকে বড় স্বচ্ছ মনে হয়
অসুখী পথিক এসে ঘোলা জলও নির্দ্বিধায় দু'হাতে নাড়িয়ে যায়
আসলে মানুষ সংগোপনে তার দ্বিধাকেই অস্থির নাড়ায়।

এইভাবে ঈশ্বর ঈশ্বর খেলা কত দিন খেলছে মানুষ
ঈশ্বরে অধীন–নিজেকে প্রচার করে
মূলত কায়দা করে ঈশ্বরকে খেলায় মানুষ।
ঈশ্বর খেলনা হয়ে ফেরে মানুষের হাতে পায়ে–

চোখ নেই, কান নেই, কোনও বর্ণ নেই
শৃঙ্খলিত নিশ্চল ঈশ্বর প্রকৃতির গালিচায় বসে কাঁদে।
মানুষের অদৃশ্য রুমাল
নিরাকার ঈশ্বরের সাতচক্ষু মোছে।

BANGLADARSHAN.COM

বিষধর

দু’মুখো সাপের চেয়ে বিষধর দু’মুখো মানুষ।
যদি সাপে কাটে
সাপের যে কোনও বিষ সময়ে নামানো যায়,
মানুষে কাটলে কোনও পদ্ধতিতে আর সে বিষ নামে না।

BANGLADARSHAN.COM

দ্বিখণ্ডিত

সে তোমার বাবা, আসলে সে তোমার কেউ নয়
সে তোমার ভাই, আসলে সে তোমার কেউ নয়
সে তোমার বোন, আসলে সে তোমার কেউ নয়
সে তোমার মা, আসলে সে তোমার কেউ নয়।
তুমি একা।
যে তোমাকে বন্ধু বলে, সেও তোমার কেউ নয়।
তুমি একা।

তুমি যখন কাঁদো, তোমার আঙুল
তোমার চোখের জল মুছে দেয়, সেই আঙুলই তোমার আত্মীয়।
তুমি যখন হাঁটো, তোমার পা
তুমি যখন কথা বলো, তোমার জিভ
তুমি যখন হাসো, তোমার আনন্দিত চোখই তোমার বন্ধু।
তুমি ছাড়া তোমার কেউ নেই
কোনও প্রাণী বা উদ্ভিদ নেই!

তবু এত যে বলো তুমি তোমার,
তুমিও কি আসলে তোমার?

BANGLADARSHAN.COM

বসবাস

আমার ঘরে আমি ছাড়াও অন্য একজন
এ-ঘর থেকে ও-ঘর ঘোরে, দিব্যি হাঁটাচলা,
ঘাড়ের কাছে বুঝতে পারি কেউ দাঁড়াল এসে
ছায়াপথের মানুষটিকে মনের দেখা দেখি।

কার জানি না কেমন লাগে, আমার লাগে ভয়।
সন্ধ্যা হলে ঘরের দোরে অমাবস্যা নামে
আর কে যেন আলোর মতো ভীষণ কাছে আসে।
ছিঁড়তে গিয়ে, ছুটতে গিয়ে আমূল বাঁধা পড়ি
আমার বড় চেনাও লাগে, আবার চিনি না যে!

একলা ঘরে নিত্যদিন দু'জন বসবাস।
পালিয়ে গেলে পেছন থেকে এমন করে ডাকে–
জন্ম থেকে চেনা আকুল কণ্ঠস্বরে ফিরি,
মন সরে না কোথাও যেতে, মধ্যরাতে আমি
শূন্যতার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে কাঁদি।

BANGLADARSHAN.COM

জিহ্বা

এখন মানুষ আর মানুষের প্রশংসা করে না।
বাড়িতে কুকুর পোষে, দু’-তিনটে ধূসর বেড়াল
মানুষ এখন কুকুরের নাওয়া-খাওয়া
বেড়ালের নাম-ধাম, আচার-ব্যবহারের
বিষম প্রশংসা করে।

মানুষ এখন সুতোনাতা, কাঠ ও কয়লা নিয়ে
তুমুল আড্ডায় মেতে ওঠে।
তবু ভাল,
ইট কাঠ পাথরের প্রশংসা করেও যদি
জিহ্বার স্বভাব বদলায়।

BANGLADARSHAN.COM

বোধন

একদিন কে যেন আমাকে স্বপ্নে ছুঁয়েছিল,
অনেকটা তোমার মতো তার মুখের ছাঁদ, হাসি।
আমি তাকে তুমি মনে করে
এতটা খেলেছি, এতটা ডুবেছি জলে
তুমি মনে করে তার রোমকূপ
আঙুলের আঁচ থেকে পল-পল শুদ্ধতা নিয়েছি
তুমি মনে করে এত কিছু
এত তছনছ, ঝড়

সারা দুপুর হুল্লোড়, ষোলো দুগুণে বত্রিশ গুটি ফেলে
ছক ভেঙে উড়ে গেছি হাওয়ায়
আমার আঁচল, আমি, তুমি কেউ আর শেষ অব্দি কারও
ঘরে ফিরে আসিনি।

BANGLADARSHAN.COM

ভোর হয় হয়, আমি অমল আনন্দ ভেঙে দেখি
যে আমাকে ছুঁয়েছিল, সে যত সৌম্য যুবক হোক
তুমি নও।

তুমি কেন ছোঁবে, ভুলে গেলে কেউ কি স্বপ্নেও কারুকে ছোঁয়?

বিনিময়

তুমি আমাকে বিষ দিয়েছ।
আমি তোমাকে কী?
ভালবাসার হাঁড়ি কলস
উপুড় করেছি।
পরকীয়া

তুমি অন্য কারও।
আমাকে নিবিড় করে বাঁধো যত প্রেমার্দ্র জীবনে
যত তুমি চৌচির শরীরে সুমঙ্গলী বর্ষা হও
আমি জানি তুমি অন্য কারও।

সময় হলেই তুমি বাড়ি যাবে।
প্রাত্যহিক ওঠাবসা, জীবনের অবাধ খরচ
খেরো খাতা ভর্তি করে লেখা।
যত তুমি হাসো, কাঁদো, ভালবাসো, হিসেবের একফোঁটা বেশি নয়।
কলায়-বলায় এত তুখোড় সন্ন্যাসী হতে পারো
আমি সেই সন্ন্যাস, সেই অতুল সুন্দর দেখে
অনুপুঙ্খ মুগ্ধ হই।
খেলা শেষ হলে তুমি বাড়ি ফের
হিসেবের চেয়ে বেশি তুমি আর দু'দণ্ড খেল না।

আমিই কেবল
হিসেবের বাইরে বেরিয়ে বেহিসেবি ভালবাসি।

BANGLADARSHAN.COM

দূরে কোথাও

মানুষের স্যাঁতসেঁতে ভিড়, হুড়োহুড়ি থেকে
আমি একটি একলা বৃক্ষের পাশে দাঁড়াতে ভালবাসি।
শ্বাপদ ও মানুষের হুল্লোড়, চিৎকার থেকে
আমি একটি একলা নদীর পাশে দাঁড়াতে ভালবাসি।

আমি অরণ্য খুঁজতে খুঁজতে সেই কবে থেকে
অরণ্য খুঁজতে খুঁজতে একটি উদ্যানের ভেতর পথ হারিয়েছি।
শুধু রংচঙে ফুল, ছাটা ঝোপ, ন্যাড়ামাথা, অর্ধাঙ্গ উপুড় করা বনস্পতি।

কতদিন হল আমি মন খুলে কাঁদতে পারি না
একটি একলা মানুষ না পেলে কেউ কাঁদে কী করে?

BANGLADARSHAN.COM

যার যা খুশি

অনাবৃত আকাশ রেখে আমি অন্য উঠোন খুঁজব না।
ইচ্ছে করে ঘুরে বেড়াই, উলটো হাওয়া দেয় উড়িয়ে দিক
ভাসব যদি ভেসেই যাব, খড়কুটোর কি আনন্দ কম?
বুকে একটা পুকুর থাকে, সেই পুকুরে ভালবাসার বর্ষা এলে
ডুব দেব না কেন?

যার যা খুশি বলে বলুক।

যার যা খুশি বলে বলুক
উত্তরে যা উত্তরে যা, আমি কিন্তু দক্ষিণে রে
আমার আছে বৃক্ষরাজি, আমার আছে সমুদ্দুর।

যার যা খুশি করে করুক,
বিশ্ব থেকে বিপ্রতীপ, তবু বিশ্ব জুড়ে প্রবল বাঁচি।
উঁচু তলার মানুষ ক্রোধে হুমড়ি খেয়ে পড়ে,
আমি দিচ্ছি মৃদঙ্গতে তাল।
আমার দলে হাড়-হাভাতে, আমার হাতে একশো হাত
আমার কিছু যায় আসে না।

BANGLADARSHAN.COM

আফটার শেভ

তোমার শরীর থেকে আফটার শেভের গন্ধ আসে
বিলিতি নাকি ফরাসি সৌরভ, বুঝি না।
তোমাকে চুমু খেতে গেলে আফটার শেভ
কপালে, গালে, কণ্ঠদেশে ঠোঁট ছোঁয়াব, আফটার শেভ
বোতাম ছেঁড়ার মালকোষ আমাকে সুখের জলে ভেজায়, ভেজায়
যেদিন বোতাম ছিঁড়ি, সেদিন আমার মন ভাল।

এত আফটার শেভ মাখ তুমি
বুকে মুখ রাখলে নেশা ধরে যায়।
এত আফটার শেভ, আমি পুঁইলতার মতো বেঁকে
সেঁটে এমন এক জগৎছাড়া কাণ্ড করি যে
তুমি মনে মনে কতবার দস্যি বলে গাল দাও
আমি কি বুঝি না!

BANGLADARSHAN.COM

আফটার শেভ ছাড়া তুমি ইট কাঠ পাথরের মতো।
তোমাকে না ছুঁতে ইচ্ছে করে, না কিছু।
আমার স্নান হয় না, শরীরের কোনও সেতার বাজে না
তোমার চুল থেকে শুধু চুলের
বাহু থেকে মাংসের, আঙুল থেকে হাড়ের গন্ধ এলে
আমার রক্তবমি হয়।

আমি কি তোমার চেয়ে ভালবাসি তোমার সুগন্ধ?
কী জানি!
অন্য কোনও পুরুষ এক নদী সুগন্ধে ডুবে এলে
কই আমার তো তাকে ছুঁতেও ইচ্ছে করে না!

অমাননা

এত পিছলে পিছলে যাই, তবু
ছাই মেশানো থাবায় তুমি খামচে ধরো গা
ধরা পড়লে মুড়ো কাটবে, লেজ কাটবে
আঁশ ছাড়াবে, পঁচিশ ডুমো স্নান করাবে নুনে।
নুনে আমার গা জ্বলে না, না?

অলপ্পেয়ে শ্রীহীন আমি
পালক খসা পাখি,
আকাশ জুড়ে উড়লে কেউ বারণ করে না
মর্ত্যে এসে পা ছোঁয়ালেই
ভর দুপুরে চমকে ওঠে জন্ম-চেনা মাটি।
কাঁটাঝোপের আবর্জনা গা ছিঁড়ে নেয়, আর
বিষপিঁপড়ে কামড় দিলে আমার বুঝি কান্না আসে না?

BANGLADARSHAN.COM

হাওয়ায় হাওয়ায়

এই যে মুগ্ধতার সুতো আমার আঙুলে পেঁচাচ্ছি
সে কিন্তু গল্পের ছলে। সুতো আবার উলটো ঘুরবে।
আমি সুতো-ফুতো রাখতে পারি না
আঙুলে কেমন দাগ পড়ে যায়।

আঙুলটাকে সুতোর বৃত্তে ঘুরিয়ে, আবার
বৃত্ত থেকে বের করে দু'চার পাক আলো-হাওয়ায়
নাচিয়ে বুঝিয়ে দিই
ওই মিছে মুগ্ধতার দড়িদড়া খুলে ফেললে কী অপার আনন্দ,
কার না ভাল লাগে হাওয়ায় হাওয়ায় অবাধ সাঁতার।

যারা সুতোয় পেঁচিয়েছে আঙুল,
ওরা কেবল পেঁচিয়েই যাচ্ছে হাত, পা, কণ্ঠনালি...
কেবল গিঁট বাধাচ্ছে, আর পেঁচিয়ে যাচ্ছে।
ওরা কি জানে না, সুতো দু'দিকেই ঘোরে!

BANGLADARSHAN.COM

সাধ-আহ্লাদ

পাহাড়ের করিডোর দিয়ে শুঁয়োপোকার মতন
এক একটা শীতার্ত বাস চলে যাচ্ছে শ্রীনগর।
চলো যাই
অবাক দু'চোখে দেখি ভূস্বর্গ সুন্দরী।

চলো যাই,
অন্ধকার বানিহাল টানেল পেরোই
ঈশ্বরের হাতে বোনা দেবদারু বাগান পেরোই।
গড়ানো মাটির
গা ঘেঁষে নামছে জল
পাথরের পথ বেয়ে সেই জল কোন পথে যায়, জানো?
চলো যাই, দেখি
দল বেঁধে হেঁটে যাওয়া, হাতে নিভৃত আঙরার ঝুড়ি

BANGLADARSHAN.COM

ওইসব চমৎকার কাশ্মীরি যুবক।
ডাল লেকে শিকারা চড়বে চলো
অথবা নাগিন লেকে চাও যদি।
চারদিক ধু ধু সাদা
বরফনগরী জুড়ে পারি তো উৎসব করি, সুখের সবুজ
দু'পশলা ছড়িয়ে ছিটিয়ে ইচ্ছে করে সাজাই শীতের গুলমার্গ।

চলো যাই, একদিন আবার হারাই।

ইহলৌকিক

চাঁদ দূরে সরো, সোডিয়াম বাতি আজ।
ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়েছি পথে
চুম্বন নেব বিজ্ঞানসম্মত।
শরীরের সব অরণ্য অঞ্চল
এই জীবনের স’ মিলে রাখব কেটে।

বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক ধোঁয়া,
শ্বাসনালি ভরে নেব অনন্ত আয়ু।
গ্রহ থেকে গ্রহে উদ্ভিদ প্রাণী মিলে
দিন কেটে যাবে বিজ্ঞানসম্মত।

নির্মাণ, শুধু নির্মাণ বুঝি আজ
ডায়নোসোরের বিলুপ্তি ঘটে গেছে।
দেহ ও মনের শৃঙ্খলখানি খুলে
চলো বেঁচে উঠি বিজ্ঞানসম্মত।

BANGLADARSHAN.COM

জগতের আনন্দযজ্ঞে

বেশ জমাটি আড্ডায় বসে আছ ধুরন্ধর প্রেমিক পুরুষ
তোমার বন্দরে প্রতিদিন ভিড়ছে জাহাজ।
তোমার কার্গোয় চমৎকার উপচে পড়ছে
সোনাদানা, নিষিদ্ধ গন্দম
তোমার কী দরকার নাড়াচাড়া করে
কবে কোন কিশোরীর বুক থেকে খুলেছিল প্রথম শরম;
কবে তার দরজা-দালান ভেঙে এনেছিল ঝড়,
কৌটোর মোহর নিয়ে হঠাৎ পালিয়েছিল।

স্মৃতি যদি ঠোঁটে করে খড়কুটো দুঃখ বয়ে আনে, তাই
কী দরকার নাড়াচাড়া করে
কবে কিশোরীকে একলা আঁধারে রেখে
প্রমোদে শরীর ঢেলেছিলে,
বধূটির বিষণ্ণতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে
গোপনে সুখের কথা বলেছিলে।
তুমি তো হে বেশ আছ। জাহাজ ভিড়ছে
বন্দরে নিয়ত কোলাহল, ভিড়।

কে যে একলা কোথায় কাঁদে, স্মৃতির সুতোয়
কে যে সমস্ত বিকেল গেঁথে রাখে কষ্টের বকুল
তুমি তার কিছুই জানো না।

BANGLADARSHAN.COM

কোলাহল তো বারণ হল

এত যে দুপুর দেখি
অমন দুপুর আমি আর কোথাও দেখি না
নতুন দিল্লিতে আমাদের আনন্দ-দুপুর।

আমার আবার ইচ্ছে করে, যাই
গিয়ে দেখি ঘরদোর ঠিক ঠিক আছে কি না
ঠিক ঠিক আছে কি না বাথটাব, বিছানা-বালিশ।
লবিতে দাঁড়ালে
হাতের নাগালে আসে কি না এখনও আকাশ।
এখনও দুপুরে কেউ ভালবেসে গান গেয়ে ওঠে অমন হঠাৎ?

হাঁটুঅব্দি ট্রাউজার, স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে
বিকেলে বেরিয়ে পড়ি ফুরফুরে হাওয়ায়।
সন্ধ্যার ইন্ডিয়াগেট, সেই ঘাসমাটি, ভেলপুরি,
ঠিক ঠিক আছে কি না দেখে আসি
দেখি দিল্লি ফোর্ট, ফুটপাত, পালিকা বাজারে
কোথাও কারুকে একফোঁটা তোয়াক্কা না করে ওরকম চুমু খায় কি না।

আমার আবার ইচ্ছে করে

পৃথিবীতে এখনও দুপুর হয়
ওরকম দুপুর কি একটিও হয়!

BANGLADARSHAN.COM

আমি কান পেতে রই

এক সন্ধ্যায় শীতে কেঁপে কেঁপে লাল শার্ট, নীল হাফস্লিভ
জিনসের জ্যাকেট, শীতে কেঁপে কেঁপে তোমার কোমর জড়িয়ে
হাউজ বোট থেকে (কী নাম ছিল হাউজ বোটের?), শীতে কেঁপে
কেঁপে শিকারায় নেমেছি।

চারদিকে জলবইঠার শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। দূরে
নেহেরু পার্কের আলো ছাড়া আর কোনও আলো নেই। তোমার
বুকের উপর আমি, আমার বুকের মধ্যে ভালবাসার
তিনশো গোলাপ, সারা সন্ধ্যা চুমু চুমু খেতে দেখেছি পৃথিবীর
আর কোনও সন্ধ্যা এর চেয়ে কখনও সুন্দর নয়
সন্ধ্যার ওই অদ্ভুত রং, কোনও অতীত নেই, আগামী নেই,
কারও সাথে কারও কোনও জীবন জড়িত নেই।
মনে পড়ে?

BANGLADARSHAN.COM

শীতে ও ভালবাসায় কেঁপে কেঁপে আমাদের ওই অনন্ত সন্ধ্যা যাপন–
(কী নাম ছিল শিকারা মাঝিটির?) এত যে ভুলতে বলো,

তুমি মন ছুঁয়ে বলো দেখি, তুমি ভুলেছ?

অবতরণ

একটি রমণী শেষঅব্দি রমণীই থেকে যায়
প্রথমে সে ফুঁসে ওঠে, ভাঙে
দশ নখে খামচায় আরোপিত রীতির কলার।
তছনছ করে, ওলোট পালোট...
সমাজের জেব্রাক্রসিং না ছুঁয়েই হেঁটে চলে
ডানদিকে নয়, বামে নয়
পিছনে নয়, সে সামনে উদ্ধত হাঁটে।

রাস্তায় মানুষ সমস্বরে সিটি দেয়,
ফুটপাতে ভিড় বাড়ে, ছাদের রেলিংয়ে বুকে ভর রেখে
উবু হয়ে দেখে কেউ,
কোনও ক্লিষ্ট নারী বিস্ফারিত চোখে পর্দা সরিয়ে দাঁড়ায়;
আর দু'-একটা লকলকে জিভের কুকুর ঠিক পিছন পিছন চলে।

BANGLADARSHAN.COM

তখন সে ক্রুদ্ধ, ক্ষোভে প্রায়োন্মত্ত
বিশ নখে আঁচড়ায় সামাজিক দোষত্রুটি,
সেই মেয়ে শেষঅব্দি রমণীই থেকে যায়
সেও আলনা গোছাতে চায়
সন্ধ্যার পায়েসে শখ করে দিতে চায় দু'-তিনটে লবঙ্গ এলাচ।

একদিন নিষেধের বরফে ডুবিয়ে তার সমস্ত আগুন
সেও পোষ মানে,
স্বর্ণকারের দোকান থেকে গোপনে গড়িয়ে আনে
দু'ভরি অনন্ত বালা।

অভিমান

কাছে যতটুকু পেরেছি আসতে, জেনো
দূরে যেতে আমি তারও চেয়ে বেশি পারি।
ভালবাসা আমি যতটা নিয়েছি লুফে
তারও চেয়ে পারি গোগ্রাসে নিতে ভালবাসাহীনতাও।

জন্মের দায়, প্রতিভার পাপ নিয়ে
নিত্য নিয়ত পাথর সরিয়ে হাঁটি।
অতল নিষেধে ডুবতে ডুবতে ভাসি,
আমার কে আছে একা আমি ছাড়া আর?

BANGLADARSHAN.COM

সাদামাটা কথাবার্তা

একটা এক্স নামের ক্রোমোজোম বেড়াতে বেড়াতে
আরেকটি এক্স নামের ক্রোমোজোমের গায়ে গা লাগাল,
সে ওয়াই নামের ক্রোমোজোমের গায়েও গা লাগাতে পারত।
এক্স এবং ওয়াই-এর ভেতর মূলত কোনও পার্থক্য নেই,
এ এবং বি-র ভেতর যেমন নেই, অথবা আর এবং
এস-এর ভেতর। এ এবং বি কেউ কারও চেয়ে কম নয়,
ও এবং পি-র ওজন কিংবা আয়তন কারও চেয়ে কারও
কম নয়, এক্স এবং ওয়াইও তেমন কেউ কারও চেয়ে
কম মূল্যবান নয়।

এক্স এক্স থেকে জন্ম নিচ্ছে মানুষ, এক্স ওয়াই থেকেও
জন্ম নিচ্ছে মানুষ। শারীরিক দু'-একটি ছাড়া যাদের মধ্যে
আর কোনও পার্থক্য নেই। তারা হাসে, কাঁদে, খায়-দায়,
ঘুমোয়। তারা অল্প অল্প করে মানবিক দোষগুণে বর্ধিত হয়।
তারা কেউ কারও চেয়ে কম অর্থবহ নয়।

BANGLADARSHAN.COM

ভাগাভাগি হবার কোনও কারণ নেই, তবু একদল
নিজের ভাগে তড়িঘড়ি নিয়ে নিল গদিঅলা চেয়ার,
বিছানার পুরু তোশক, সম্পত্তির আশি ভাগ ও মাছের মুড়ো।
আরেক পাতে পড়ে রইল এঁটো ও কাঁটা, পড়ে রইল
সস্তা আলতার শিশি ও সুগন্ধি কেশতেল।

এক্স এবং ওয়াই-এর মধ্যে আশি এবং বিশের, উঁচু এবং
নিচুর, অধিক এবং অল্পের কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ
ওয়াই এক্সের কাঁধে চেপে বসে আছে, ওয়াই আনন্দে
পা দোলাচ্ছে, শিস দিচ্ছে, বগল বাজাচ্ছে। এক্স-এর
ঘাড়ে ঘা, এক্স-এর জানুতে ব্যথা, কোমরে খিল।
এই বৈষম্য চোখের সামনে দেখছি সবাই। অথচ কেউ কোনও
কথা বলছি না। আমাদের জিভ কাটা, ঠোঁটে সেলাই, আমাদের
হাত বাঁধা, পায়ে শিকল।

আমরা কি কেউ কোনওদিন কথা বলব না?

বর্ষামঙ্গল

আমি তোমার সব ঋতুকে বর্ষা করে দেব।
খরায় দেখি হলকা ওঠে, ফুলকি ফোটে গায়ে
অহর্নিশি চুল্লি জ্বলে
জলন্ত সে কাঠকয়লা হেঁটে বেড়ায়, হাসে
ভর দুপুরে দাওয়ায় বসে পা ছড়িয়েও কাঁদে।

বসন্ত তো নামে মাত্র
বিষ্টে মেখে নিকষ কালো কোকিল এত ডাকে
বিকেল বড় দীর্ঘ মনে হয়।
গা ম্যাজম্যাজ, জ্বর ছাড়ে না
জিভের তেতো মিছরি মেখে কমে
আর বুঝিনে–

বর্ষা এলে উলটোদৌড়, ছলছলনা, আলটপকা হাওয়া
স্মৃতিস্বপ্ন ভুলে তোমার মনো-পলির মোহ
সব গুলোবে,
তোমার সব ঋতুকে তাই বর্ষা করে দেব
দেশসুদ্ধ লোক দেখিয়ে সারা বছর ঘরবন্দি হব।

BANGLADARSHAN.COM

চিঠিপত্রের গল্প

ইদানীং আমি আবার দরজা খুলে
সকালের দিকটা বাইরে দাঁড়াই।
চুল শুকোনোর জন্য নয় কিন্তু
বাদামঅলা বিকেলে যায়,
দু'-একটা পাখির ডাক—সে ভেতর-বাড়ি থেকেই ভাল।
ডালের বড়ি ছাদে শুকোয়।
রাস্তায় টেরিকাটা ছেলেছোকরা দেখব
সে বয়েস নেই।
তবে?

আসলে নতুন একটা দোষ হয়েছে আমার,
পোস্টাপিসের পিয়ন যায় সকালবেলা
যদি হঠাৎ একটা চিঠি ফেলে রেখে যায়,
বাড়ির বাচ্চারা না বুঝে উড়োজাহাজ বানিয়ে খেলবে
সেই ভয়ে দাঁড়াই এসে।

BANGLADARSHAN.COM

অবশ্য এ-ও যে একেবারে মনে হয় না তা নয়, যে
তুমি তো এখন রীতিমতো সংসার করছ
বিকেলে কাঠগোলাপের চারায় জল দিচ্ছ,
সন্ধ্যায় বউবাচ্চা নিয়ে বেড়াতে বেরোচ্ছ,
তুমি চিঠি লিখবে কেন?

সুখে থাকলে কেউ বুঝি কারুকে চিঠি লেখে?

সীমানা

বোধোদয় হবার পর সে যখন পৃথিবীর রূপরসগন্ধ ও বর্ণ দেখবে বলে
চৌকাঠ ডিঙোতে চাইল,
তাকে বলা হল—না। এই দেয়াল দিগন্তরেখা
এই ছাদ তোমার আকাশ।
এই বিছানা-বালিশ, সুগন্ধি সাবান, ট্যালকম পাউডার,
এই পিঁয়াজ-রসুন, সুঁই-সুতো, অলস বিকেলে বালিশের অড়ে
লাল নীল ফুল তোলা, এইটুকু তোমার জীবন

ওই পারে কতটা বিস্তৃত বিচরণভূমি আছে, দেখবে বলে
যখন সে কালো ফটকের তালা খোলে,
তাকে বলা হল—না, উঠোনের সজনের চারা রোপো
পুঁইশাক, লাউ, মাঝে-মধ্যে রকমারি টবে দু'রকম
ফণিমনসা, হলুদ গোলাপ,
এই যে নিকোনো উঠোন, এটুকুই তোমার জমিন।

BANGLADARSHAN.COM

চক্র

তাকে লাল রং জামা পরানো হয়
কারণ লাল একটি চড়া রং, সহজে চোখে পড়ে।
তার গলায় মালা পরানো হয়, সেই মালা যা
অবলা জন্তুর গলায় দড়ির এবং পালা-পার্বণে কাগজের।
তার কান ছিদ্র করা হয়, একই সাথে নাকও।
সেও নাক ও কানে পরানো হয় ধাতব পদার্থ
নিজস্ব দ্যুতি কম বলে ধাতু অথবা পাথরের দ্যুতি যেন তাকে
আলোকিত করে।

তার হাতে চুড়ি পরানো হয়
অনেকটা হাতবেড়ি, অনেকটা শিকলের মতো এর আকার।
তার পায়ে মল পরানো হয়
কোথায়, কখন সে কী করে যেন জানাজানি হয়।
তার মুখে রং লাগানো হয়
যেন কোনও জড় বস্তুর উপর রং।
তার চোখ, তার গাল, তার ঠোঁট যেন যথার্থ নয়
যেন কিছু প্রলেপযুক্ত না হলে সে যথেষ্ট নয়
সে সম্পূর্ণ নয়
একটি মানুষকে এভাবেই পণ্য করা হয়
সে গ্রামে পণ্য, শহরে পণ্য,
সে ফুটপাতে, রাস্তায়,
সে বস্তিতে, অভিজাত এলাকায়
সে দেশে, বিদেশে সর্বত্রই
বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দরে পণ্য।

সে বিক্রি হয়
প্রকাশ্যে বিক্রি হয়
এই বিক্রির কোথাও কোথাও বেশ আধুনিকীকরণ হয়েছে।
এই আধুনিকীকরণকে নারী প্রগতির নামে কেউ হাততালি দেয়।

BANGLADARSHAN.COM

অধিকাংশ নির্বোধ নারী নিজেকে সাধ করে শৃঙ্খলে জড়ায়
যারা ভাঙে, ভেঙে যারা ভাবে যে বেরিয়ে এসেছে
মূলত তারাও জড়িয়ে যায় কোনও না কোনওভাবে
আরেক শৃঙ্খলে।

BANGLADARSHAN.COM

শাসন

মানুষগুলো কেমন দেখ চোখ রাঙিয়ে দেখে
যেন আমার হাঁটতে মানা, হাসতে মানা পথে
যেন আমার রঙ্গ দেখে পিত্ত জ্বলে যায়
যেন উঠোন ছেড়ে আমার বাইরে আসা ভুল।

আসলে ভুল জন্ম নিয়ে অপবিত্র দেশে।
পা বাড়ালেই পায়ের নীচে কাঁপন তোলে মাটি
মাটিও বোঝে হিংস্র এক জন্তু বাস করে
ইট-পাথরে, দরদালানে মানুষ বলে নাম।

মানুষ দেখ, মানুষ শোনো চতুর্দিকে ঘিরে
ওরা আমার সুডোল বাহু, কবজি কেটে নেবে
ওরা আমার জিহ্বা কেটে উদর ফেঁড়ে উপড়ে নেবে চোখ
কণ্ঠনালি চেপে আমার শিরায় দেবে বিষ
ওদের আমি চিনি ওদের মানুষ বলে নাম।

BANGLADARSHAN.COM

বন্য মোষ, সাপ ও শার্দূলের ভয়ে নয়
মানুষ হয়ে মানুষ-ভয়ে দৌড়ে ফিরি ঘর।

দুঃসময়

সুসময় বেটে আমি কাঁচা হলুদের মতো এর-ওর গায়ে আলতো মাখাই
দুঃসময় শুধু নিভৃত আমার।
সকলে সকল কিছু নেয়, চাঁদমুখ, প্রতিভার দশটি আঙুল, খেলাধুলা।
পাপ ও পুণ্য গুলে কেউ খায়,
চুমুকে নিঃশেষ করে সবুজ অমৃত।

সকলে সকল কিছু নেয়, এত নেয়, এত সুখ
সুখের উঠোনে চাষবাস, এত ফুল, এত অনঙ্গ আনন্দ নেয়, নেয়
সব নেয়,
এসময়, ওসময়, এফোঁড়, ওফোঁড় করে সকল সময় নেয়,
দুঃসময় নেয় না মানুষ।

BANGLADARSHAN.COM

কষ্টচারণ

আমার বুকের মধ্যে একটা গোপন হাতুড়ি থাকে।
আমি তোমার স্বপ্নগুলো ভেঙে টুকরো করি
গুঁড়ো করি,
তরল করি,
অতঃপর পান করি।
স্বপ্ন পান করতে আমার বড় ভাল লাগে।

স্বপ্নগুলো এত ভারী পাথর,
আমি না পারি লোফালুফি করে আদর করতে,
না পারি ঝাড়-জঙ্গলে ফেলে দিতে।
পাথর নিয়ে আমি আর পারি না, তবু তোমার
স্বপ্ন আমাকে এমন বাঁচা বাঁচায়, যে
আমার সারা গায়ে সুখের কুষ্ঠ হয়
সুখে ভুগতে ভুগতে আমি মরে যাই।

BANGLADARSHAN.COM

আমার বুকের মধ্যে একটা খালি কৌটো আছে,
ওতে কিচ্ছু নেই,
কিছু না থাকার রিনরিন শব্দ শুনি মাঝে-মধ্যে মধ্যরাতে।
এই শব্দ আমাকে ঘুম পাড়ায়, ঘুম ভাঙায়।

কিছু নেই,
আসলে কিছু না-থাকাই আমার ভাল।

শিকড়

শিকারি পুরুষ হাতিয়ার নিয়ে ধ্বংসের খেলা খেলে
নারী খড়কুটো, ফলমূল খোঁজে, অরণ্যে হাঁটে পথ।
হাতিয়ার যার মুল্লুক তার, তখন বোঝেনি নারী।
মায়া ও মমতা, ভালবাসা ভরা সন্তানবতী দেহ
ক্রমে নুয়ে আসে, বশ্যতা মানে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

ভূমি ও নারীর সত্ত্বাধিকার চায় গোষ্ঠীর ছেলে
বণ্টন হয় ভূমি আর ভাগ বাটোয়ারা হয় নারী।
প্রজাতি উৎপাদনের যন্ত্র ছাড়া নারী কিছু নয়,
কিছু নয় নারী, মানুষ সে নয়, জড় বস্তুর দলা
নতজানু হয়, বশ্যতা মানে, প্রাকৃতিক প্রয়োজনে।

হাতিয়ার যার মুল্লুক তার, এখন বুঝেছে নারী
এখন বুঝেছে ধর্মের আর সমাজের নীতি নামে
পুরুষতন্ত্র ডালপালা মেলে বিস্তার করে থাবা।
এখন খুলেছে বহু বছরের ষড়যন্ত্রের জাল
এখন সরেছে স্নেহের কুয়াশা, চেতনার কালো মেঘ।

ব্যক্তির নামে ভূমি নয় আর, আর নয় কোনও নারী
যে জীবন যার, সে জীবন তার, জীবনের মূল কথা।
হাতিয়ার দিয়ে কতকাল আর সভ্যতা কেনা-বেচা!
বৈষম্যের জট ছিঁড়ে নারী সমতার সুতো খোঁজে,
এখন বুঝেছে যে-জীবন যার, সে-জীবন শুধু তার।

BANGLADARSHAN.COM

জল নেই

আমি কাঁদলে এখন আর ব্রহ্মপুত্র কাঁদে না
সারাদিন ব্রহ্মপুত্র চরের বালিশে মাথা রেখে ঘুমোয়, ঘুমোয়।
এত ঘুম ওর, বছর চলে যায়, চোখের পাতা খোলে না
এখন আমি কাঁদলেও ব্রহ্মপুত্র কাঁদে না।

আগে আমার চোখে জল তো ব্রহ্মপুত্রের চোখ ভেসে যায়
আগে আমার বুকের মধ্যে হইচই তো
ব্রহ্মপুত্র তীরে এসে এলোপাথাড়ি আছড়ে পড়ে।
আগে আমার ঘুম নেই তো ব্রহ্মপুত্র
চুলে বিলি কেটে হাওয়া করে, মাথার কাছে সারারাত জেগে বসা।

এখন ব্রহ্মপুত্র কারও দিকে ফিরে তাকায় না
কারও মনে আনন্দ হলে ব্রহ্মপুত্রের কী এসে যায়,
কারও চোখে জল তো ব্রহ্মপুত্রের কী,
কেউ মরে গেলে মরে যাক।

BANGLADARSHAN.COM

ব্রহ্মপুত্র এখন এত একা, শহর উপচে-পড়া মানুষ,
কোলাহল, এক-একটা কষ্টের পাথর, হাহাকার
ব্রহ্মপুত্র তবু ফেরে না, কারও জন্য একফোঁটা কাঁদে না।
জল কই যে ব্রহ্মপুত্র কাঁদবে?

একলা মানুষ

(যুবক বলেছে অন্য রমণীর কথা)

কোথাও যাবার না থাকলে এরকমই হয়,
এরকম সাদা উঠোন, বেলগাছ, একাকী বেড়াল
দু'-চারটে লেবু গাছের পাশে অন্য মনে হাঁটাহাঁটি।
কোথাও যাবার না থাকলে হেঁটে হেঁটে
ঘরের আঙিনায় বার বার ফিরে আসা
এক একটি শীতের বিকেল এত দীর্ঘ মনে হয়
ইচ্ছে করে ধাক্কা দিয়ে একে পার করে
কোনও সুনসান রাত অথবা ঝলমলে দুপুর নিয়ে আসি।
স্বপ্ন আর হই-হট্টগোলে দিন কেটে যাবে।

কোথাও যাবার না থাকলে দাওয়ায় পিঁড়ি পেতে বসি
মনে মনে কুয়াশা কেটে অন্য এক ঘরে যাই।
সেই ঘরে সৌম্য যুবক না জানি কার অপেক্ষায় থাকে!

BANGLADARSHAN.COM

আমার কোথাও যাবার নেই। চেনা ঘরবাড়ি,
উঠোন, পাঁচিল আগলে বসে প্রতিটি শীতের বিকেলে
আমি মনে মনে অন্য এক দরোজায় টোকা দিই
টোকা দিই, টোকা দিই
বুকের উনুন থেকে উপচে-ওঠা কান্না চেপে বলি–
যুবক, তুমি কার অপেক্ষা কর!

ভ্রূণ

যে একটি ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে
সে ইচ্ছে করলেই একঝাঁক তুলতুলে শিশুকে কুয়োর কাছে
ডেকে এনে আচমকা ধাক্কা দিতে পারে।
যে একটি ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে
সে বাগানের সমস্ত গোলাপ গাছ উপড়ে ফেলতে পারে
স্নানের পুকুরে নামাতে পারে অসংখ্য হাঙর।
যে একটি ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে
বিশাল জনসভায় সে শখ করে ছেড়ে দিতে পারে একলক্ষ বিষধর সাপ।

যে একটি ভ্রূণ নষ্ট করতে পারে
মিছিলের সকল মানুষের জিহ্বা সে কেটে নিতে পারে,
নাগাড়ে পৃথিবীর সকল নারীকে ধর্ষণ করতে পারে
সে বড় আহ্লাদ করে জ্বালাতে পারে ঘরবাড়ি
গ্রাম, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি আমার ভ্রূণ নষ্ট করেছ
তুমি আমার সকল আনন্দ ও সুন্দরের গালে থাপ্পর মেরেছ।

আমার জন্য এই শহরে একটি আদালতও নেই
যে আমি বিচার দেব।

চন্দনা, শোন

দিন যায়, যায়
আঙুলের কড়ায় গুনে এক-একটি সোনালি বছর
এক দুই তিন করে
কৈশোরের গোল্লাছুট যায়, ছাদে দলবেঁধে হাসাহাসি,
চোখ লাল করে সারারাত শরৎচন্দ্র

চার পাঁচ ছয় করে বছর যায়
উথাল ঢেউয়ের মতো সকল তারুণ্য যায়,
সংস্কৃতির এ-মাথা ও-মাথা চষে মধ্যরাতে ঘরে ফেরা,
প্রেম ও প্রেমহীনতায় নিভৃত ক্রন্দন, যায়
আট নয় দশ করে বছর যায়
তোকে আমার ভোলা হয় না।

করতলে পড়ে আছে অর্ধেক যেটুকু জীবন
জানি তা-ও যাবে, ভোলা হবে না
তোকে আমার ভোলা হবে না।

BANGLADARSHAN.COM

মাত্রা

এত যাই,
তবু আমি মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারি না।

ঘুরে ঘুরে ফিরে আসি, চক্রাকারে
আমূল আন্দোলিত হই, মনে মনে
যাকে ডেকে রাত পার করি, সে ছাড়া সকলেই আসে,
হাসে, কুশল জিজ্ঞাসা করে।
এত ভাবি চলে যাব অপর দ্রাঘিমায়
দৃষ্টির ওপারে যাব, ভালবাসারও ওপারে,

যাই,
তবু মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারি না।
খোলা মাঠে চমৎকার যুবতীরা তাকে ঘিরে কানামাছি খেলে।
যেতে চাই, কে যেন পেছন থেকে ডাকে।
কেউ কি আসলেই ডাকে?
নাকি আমাকে আমিই ডাকি।

ডাকি, নিজেকে নিজেই ফেরাই,
অভিমানে আহত হলে দূরে যাই, যত দূরেই যাই
আমি মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারি না।

BANGLADARSHAN.COM

দুঃসহবাস

তুমি আমার সর্বনাশ করেছ।

আমার সুস্থতার দিকে এমন এক জীবাণু আক্রান্ত ঢিল ছুড়েছ
যেন যতদিন বাঁচি, ধুঁকে ধুঁকে
অসুস্থ জরায়ু, অসুস্থ ফুসফুস-যকৃত নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে।
সারাদিন উলটো সাঁতার, দড়িলাফ, প্রিয় গোল্লাছুট
নেশা যার ভ্রমণ ভ্রমণ
সে যদি বিছানায় সটান শুয়ে থাকে, শিয়রে
জমা হয় কমলালেবু, আঙুর!
আমার অমল আনন্দের দিকে কেন তুমি ছুড়ে দিলে ছেঁড়া জুতো
বিদ্রুপের তির।
তুমি আমার তাবৎ সুন্দরকে ডুবিয়ে এনেছ নোংরা নর্দমায়
আমি আর তিলার্ধও অবশিষ্ট নেই।
এমন সমূহ সর্বনাশ কে আর করে নির্দ্বিধায়?
তুমি করো।
তুমি বলেই আমি মেনে নিই সকল দুঃসহবাস।

BANGLADARSHAN.COM

চাই

ক্রীতদাস চাই, ক্রীতদাস চাই, চাই
তুমি এসো যদি, পায়ে পড়ো যদি, দেব
দেব খুদকুঁড়ো, দেব অম্বল, নেব
নেব সুখ আর স্বস্তি যেটুকু পাই।

চাই, চাই, চাই, ক্রীতদাস চাই, চাই
নতমুখ চাই, বিনয় নম্র চোখ।
জীবনের প্রতি রোমকূপে শিহরন,
চাই আনন্দ, শীর্ষের সব সুখ।

ক্রীতদাস চাই, না পেলে না পাই, ব্যাস
যেভাবে যেমন হুল্লোড় হয় হবে।
কেউ আসে যদি, বিশেষত তুমি, দেব
দেব যতটুকু, নেব তার চেয়ে বেশি।

BANGLADARSHAN.COM

চাই ক্রীতদাস, ক্রীতদাস চাই, তাই
যদি কিছু হও, ক্রীতদাস হও ভাল
এমনও তো হয়, হঠাৎ কখনও আমি
না বুঝে অন্ধ ভালও বাসতে পারি।

আশ্রয়

(অথচ মানুষ যায় নির্দ্বিধায় মানুষের দিকে)

মানুষের কাছে নয়, শেষাবধি আমি শিল্পের কাছেই ফিরি
শিল্পের উঠোনে ঘাস,
দুই পা ছড়িয়ে দেহ মেলবার মতো।
শিল্পের আঁচল এত বড়
গড়িয়ে গড়িয়ে এলোমেলো ঘুম যাই সারা দ্বিপ্রহর।

মানুষে বিশ্বাস নেই
আজ চুমু খেলে কাল ফেলে দেবে দূরে
আজ দূরে গেলে বুকে তুলে নেবে কাল।

মানুষে বিশ্বাস নেই
ঐশ্বর্যের ঝুড়ি ঢেলে দিয়ে মানুষই পারবে কেড়ে নিতে ফের সব,
মানুষই পারবে সুখ দিয়ে ফের দুঃখ দিতে অবিরাম।

BANGLADARSHAN.COM

খুঁজতে খুঁজতে শেষে শিল্পের দরোজায় কড়া নাড়ি
শিল্পের কাঁধে রাখি বিশ্বাসের ক্লান্ত করতল।

না বোধক

একজন আমাকে একমুঠো স্বপ্নের গুঁড়ো দিয়েছিল
আমি ভুল করে জীবনের জলে সেই গুঁড়ো গুলতে গিয়েছি।
জলে এত কিছু মেশে, দুঃখ সুখ পাশাপাশি দ্রবীভূত হয়।
এত নাড়ি-চাড়ি, ঘাঁটি, স্বপ্নের গুঁড়ো
জীবনের জলে তবু সামান্য মেশে না।
ভালবাসার চামচ নেড়ে আমি রাত্রিদিন
দ্রবণের অপেক্ষা করি।
মেশে না, মেলে না।

কত কেউ দিয়েছিল,
দিয়েছিল সাতরং গুঁড়ো। মেলে না, মেশে না।
আসলে স্বপ্নের সব গুঁড়ো শেষ বিকেলের দিকে
ফুঁ দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়াই ভাল।
বাতাসে হারিয়ে যাবে, শূন্য আকাশ দেখে
মাঝে-মধ্যে হবে চমৎকার স্বপ্ন-রোমন্থন।

জীবনকে কেবল সাদামাটা যাপন করা ছাড়া
কিছুই করার নেই তৃতীয় বিশ্বের এক অনাথ মানুষের।

BANGLADARSHAN.COM

নয়াপল্টন

নয়াপল্টনের মোড়ে তার সাথে দেখা হবে।
কার সাথে জানো?
এক সুদর্শন যুবকের সাথে।

তার দিকে তাকালে নদীর পাড় যেমন ভাঙে
পম্পাইয়ের অগ্ন্যুৎপাতে শহর ধসে যায়
শীতের সাইবেরিয়ায় বরফের বৃষ্টি যেমন নামে
আমিও তেমন ভেঙে যাই, বরফকুচির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো ঝরি।

যুবক আমার দিকে ফিরেও দেখে না,
যুবকের সময় নেই মানুষের দুঃখ দেখার।

তবুও নয়াপল্টন যাই প্রতিদিন।
কেন যাই জানো?
যদি সেই সুদর্শন যুবকের দেখা পাই
যদি যুবক আমার দিকে একবার ফিরে দেখে।

BANGLADARSHAN.COM

মন বসে না

এক নদী জল, এক নদী জল সাঁতার জানি না
ডাঙায় আমার জন্মকর্ম জলের কী বুঝি!
আমার কিছু ভাল্লাগে না, ভাল্লাগে না ছাই

ঘরে আমার মন বসে না, মন বসে না মন
কেউ ডাকে না।
হৃদয় মেলে বসে ছিলাম কেউ ডাকেনি আয়
আয় যমুনা স্বর্গে যাব ভাল বাসব আয়।

সমুদ্দুরে ডুবে আছি সাঁতার জানি না।

BANGLADARSHAN.COM

সভ্যতা

দূরে চোখ যায় ভিড়, মানুষের কিলবিল ভিড়,
বিলি কেটে কেটে যাই, দেখি,
দেখি রক্তের জলে উলটো সাঁতার কাটছে মানুষ
চোখ খোলা, ঠোঁটে নীল ভয়, সাদাটে ত্বকের মৃত মানুষ।

দাঁড়ানো মানুষের চোখ শান্ত, নির্লিপ্ত, নিরুদ্বেগ
মৃতের নামধাম, রক্তের কারণ নিয়ে কারও উৎসাহ নেই।
কেউ আসে, অফিসের দেরি বলে তড়িঘড়ি চলে যায়
কেউ আসে, ঘড়িতে দশটা বাজে কোথাও যাবার বড় তাড়া
সবাই, যারাই দাঁড়ায়, যে যার ব্যক্তিগত কাজে দ্রুত পথ মাপে।

ফুটপাতে কুকুর ও মাছির জান্তব উৎসব চলে
মানুষেরা কেউ অফিস কামাই করে না, করে না ব্যবসায় এক পয়সা ক্ষতি,
মঞ্চে বক্তৃতা করতে দু'মিনিট দেরি, কারও আছে অলস নিদ্রা,
ভিড় কমে, ভিড় কমে যায়!
আমি দাঁড়িয়ে থাকি একা, ভিড় নেই
মৃত দেখে নয়, জীবন্ত লাশগুলো দেখে আমার বিস্ময় বাড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্নোত্থিত

লৌহিত্য নদের পাড়ে ছিল আমার শহর
শহরের কোলে যেই বাড়ি দোল খায়
সেই বাড়ি আমাদের বাড়ি।
বাড়ির বাগান থেকে যে বছর সব ফুল ঝরে গেল
সে বছর গোপনে আমারও পার হল একুশ বছর।

মেঘনার জল দেখে লৌহিত্য নদের মুখ মনে পড়ে
যমুনা সাঁতার দিলে মনে পড়ে
দূর থেকে তিতাসের সামান্য কিনারা দেখে মনে পড়ে
আমার দু'চোখ থেকে নামে লৌহিত্যের লোনা জল।

আমার শহর ছেড়ে ঘুরি-ফিরি সকল শহর
পদ্মার শরীর ঘেঁষে ঘনিষ্ঠ দাঁড়ালে পদ্মা ভাল না বেসে পারে না।
সকল নদীর জলে লৌহিত্যের জল
আমার শহর দেখি সকল শহরে।
খাঁচা ভেঙে ভালবাসা বাইরে বেরিয়ে দেখে অসীম আকাশ।

পৃথিবীতে এমন শহর নেই যে শহর আমার শহর নয়
পৃথিবীর কোনও নদী এমন দেখিনি আমি
যে নদী লৌহিত্য নয়।

BANGLADARSHAN.COM

কাল রাতের বেলা

টেলিফোন পড়ে থাকে শিয়রের কাছে একা
টেলিফোন বাজে না আগের মতো আর, যদি বাজে
চিনি না এমন স্বর বলে হ্যালো, হ্যালো।
এমনও সময় গেছে
রবীন্দ্রসংগীত শুনে সারা রাত পার করে
নিরলস দু’ বাহুর আড়মোড়া ভেঙে এনেছি সকাল।
এমনও সময় গেছে, তার
নিশ্বাসের শব্দে ছিল ঘুমপাড়ানিয়া সুর
সে সুরে ঘুমিয়ে গেছি অবেলায়, ঘোর দুর্যোগের দিনে।

আনন্দধ্বনির গান স্নায়ুর সিঁড়িতে রেখে গেছে দীর্ঘ পদচ্ছাপ
পৃথিবীতে এত জল নেই ধুয়ে দেব,
এত মাটি নেই লেপে দিয়ে মুছব প্রণয়।

BANGLADARSHAN.COM

টেলিফোনের ওপারে কত কেউ আছে
রবীন্দ্রসংগীত শোনাবার কোনও অরূপরতন নেই,
নেই আগেকার সেই বিনিদ্র অসুখ,
‘পরবাসী, চলে এসো ঘরে’ বলে অতন্দ্র গলায়
গান গেয়ে পূর্ণ কেউ করে না আমার কোনও একলা দুপুর।

টেলিফোন বাজে,
চিনি না এমন স্বর বলে হ্যালো, হ্যালো।

প্রাপ্তি

সাতসকালে খড় কুড়োতে গিয়ে
আমার ঝুড়ি উপচে গেছে ফুলে
এত আমার কাম্য ছিল না তো!
এখন আমি কোথায় রাখি, কোথায় বসি, কোথায় গিয়ে কাঁদি।

পুরো জীবন শূন্য ছিল, ছিল
কারু তো আর দায় পড়েনি দেবে
তুমি এমন ঢেলে দিচ্ছ, ভরে দিচ্ছ, কাছে নিচ্ছ টেনে
এত আমার প্রাপ্য ছিল না তো!

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥